গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.imed.gov.bd

বিষয়ঃ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের এপ্রিল ২০২৫-এর মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
তারিখ	:	২৩ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিঃ; রোজ-বুধবার
সময়	:	সকাল-১১:৩০ মিনিট
স্থান	:	আইএমইডি'র সম্মেলন কক্ষ (ব্লক-১২, কক্ষ-৩৩)।
উপস্থিতির তালিকা	:	পরিশিষ্ট- 'ক'

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। তাঁর অনুমতিক্রমে সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টরের পরিচালক (যুগ্মসচিব) সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা/সেক্টর
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০১।	**গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ:** ১০ মার্চ, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় দৃঢ়ীকরণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। সভায় সংশোধনের কোন প্রস্তাব না থাকায় সভাপতি কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণে অনুমতি দেন।	১০ মার্চ, ২০২৫ তারিখের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হলো।	পরিচালক, সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর।
০২।	**ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প পরিদর্শন:** **আলোচনাঃ** চলমান ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পের সংখ্যা ০৭টি। প্রকল্পগুলো সেক্টর- ১, ২, ৭ ও ৮ থেকে পরিবীক্ষণ করা হয়ে থাকে। ২য় কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সেক্টর-৭ এর ০১টি প্রকল্প ব্যতিত বাকি ০৬টি সেক্টরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। ৩য় কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পরিদর্শন ও প্রতিবেদন জারির পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভাপতি মহোদয় চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সেক্টর-৭ কর্তৃক "রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন" প্রকল্পটি জরুরিভিত্তিতে পরিদর্শন সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ২য় কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সেক্টর-৭ কর্তৃক "রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন" প্রকল্পটি জরুরিভিত্তিতে পরিদর্শন এবং প্রতিবেদন প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং (খ) ৩য় কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পরিদর্শন ও প্রতিবেদন জারির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান/ মহাপরিচালক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর- ১/২/৭/৮
০৩।	**২০২০-২১ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্প প্রতিবেদন (পিসিআর) এর উপর বই প্রকাশ:** **আলোচনাঃ** সভায় আলোচনা করা হয় যে, ২০২০-২১ অর্থবছরের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন ৪টি খন্ডে আগামী মে, ২০২৫ মাসের মধ্যে বিজি প্রেসে প্রেরণ করা হবে। প্রেসে প্রেরণ করার জন্য সেক্টরসমূহ হতে ১৬টি প্রতিবেদন এবং মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ সমন্বয় সেক্টরে প্রেরণ করা প্রয়োজন। **১ম খন্ডঃ** সেক্টর-১ ও সেক্টর-২ সেক্টর-২ এর সকল তথ্য পাওয়া গেছে। সেক্টর-১ এর সামগ্রিকভাবে বাকী থাকা ৪টি (পরিদর্শন হয়নি ০২টি, প্রতিবেদন জারি বাকী ০২টি) প্রতিবেদন পাওয়ার পর মুদ্রণের পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	(ক) ২০২০-২০২১ অর্থবছরের যে ০৭টি প্রকল্পের পিসিআর এখনো পাওয়া যায়নি তা দ্রুত পেতে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা মহোদয়কে অনুলিপি দিয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে এবং ইতোমধ্যে প্রাপ্ত ০৫টি পিসিআর পরিদর্শন সম্পন্ন করে প্রতিবেদন জারি	প্রধান/ মহাপরিচালক (সকল)/যুগ্মসচিব (সমন্বয়)

ক্রম	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা/সেক্টর
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	২য় খন্ডঃ সেক্টর-৩ ও সেক্টর-৪ সেক্টর-৩ ও সেক্টর-৪ এর সকল প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। সেক্টর-৪ এর মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ পাওয়া গেলে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে। **৩য় খন্ডঃ** সেক্টর-৫ ও সেক্টর-৬ সেক্টর-৫ এর সামগ্রিকভাবে বাকী থাকা ৪টি (পিসিআর পাওয়া যায়নি ০২টি, জারি বাকী ০২টি) এবং সেক্টর-৬ এর ০৫টি (পিসিআর পাওয়া যায়নি ৪টি এবং পরিদর্শন বাকী ১টি) প্রতিবেদন পাওয়ার পর মুদ্রণের পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের যে ০৭টি প্রকল্পের পিসিআর এখনো পাওয়া যায়নি তা দ্রুত পেতে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা মহোদয়কে অনুলিপি দিয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে এবং ইতোমধ্যে প্রাপ্ত ০৫টি পিসিআর পরিদর্শন সম্পন্ন করে প্রতিবেদন জারি এবং মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ দ্রুত সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া যে সকল পিসিআর সংগ্রহ হয়েছে সেগুলোর তথ্য e-PMIS এ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে মর্মে তিনি মত দেন।	এবং মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ দুত সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে; (খ) সমন্বয় শাখা হতে ১৫ মে, ২০২৫ তারিখের মধ্যে বিজি প্রেসে প্রেরণ করতে হবে; এবং (গ) প্রাপ্ত পিসিআরগুলির তথ্য e-PMIS এ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
০৪।	**পেন্ডিং পিসিআর মূল্যায়ন:** **আলোচনাঃ ২০২০-২১** অর্থবছরে মোট সমাপ্ত প্রকল্প ৩৪৭টি, পিসিআর পাওয়া গেছে ৩৪০টি এবং পিসিআর পাওয়া যায়নি ০৭টি। প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে ৩৩৬টি, পরিদর্শন বাকী রয়েছে ০৪টি; পরিদর্শনান্তে মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারি হয়েছে ৩৩১টি এবং প্রতিবেদন জারি বাকী রয়েছে ০৫টি। সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন কাজ বাকী রয়েছে ১৬ (৭+৪+৫)টি। **২০২১-২২** অর্থবছরে মোট সমাপ্ত প্রকল্প ৩৪৬টি, পিসিআর পাওয়া গেছে ৩১৮টি এবং পিসিআর পাওয়া যায়নি ২৮টি। প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে ২৮২টি, পরিদর্শন বাকী রয়েছে ৩৬টি; পরিদর্শনান্তে মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারি হয়েছে ২৭১টি এবং প্রতিবেদন জারি বাকী রয়েছে ১১টি। সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন কাজ বাকী রয়েছে ৭৫ (২৮+৩৬+১১)টি। **২০২২-২৩** অর্থবছরে মোট সমাপ্ত প্রকল্প ৩১২টি, পিসিআর পাওয়া গেছে ২৩৬টি এবং পিসিআর পাওয়া যায়নি ৭৬টি। প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে ১৭১টি, পরিদর্শন বাকী রয়েছে ৬৫টি; পরিদর্শনান্তে মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারি হয়েছে ১৪৮টি এবং প্রতিবেদন জারি বাকী রয়েছে ২৩টি। সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন কাজ বাকী রয়েছে ১৬৪ (৭৬+৬৫+২৩)টি। **২০২৩-২৪** অর্থবছরে মোট সমাপ্ত প্রকল্প ৩০৮টি, পিসিআর পাওয়া গেছে ১৩২টি এবং পিসিআর পাওয়া যায়নি ১৭৬টি। প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে ৫৫টি, পরিদর্শন বাকী রয়েছে ৭৭টি; পরিদর্শনান্তে মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারি হয়েছে ৪৩টি এবং প্রতিবেদন জারি বাকী রয়েছে ১২টি। সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন কাজ বাকী রয়েছে ২৬৫ (১৭৬+৭৭+১২)টি। সভাপতি মহোদয় ২০২০-২১ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন কাজ বাকী থাকা ৫২০টি (পিসিআর পাওয়া যায়নি ২৮৭টি + পরিদর্শন হয়নি ১৮২টি +প্রতিবেদন জারি বাকী	(ক) ২০২০-২১ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন কাজ বাকী থাকা ৫২০টি (পিসিআর পাওয়া যায়নি ২৮৭টি + পরিদর্শন হয়নি ১৮২টি +প্রতিবেদন জারি বাকী রয়েছে ৫১টি) পিসিআর প্রাপ্তি এবং পরিদর্শন নিশ্চিত করে প্রতিবেদন এবং মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ দ্রুত সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে; (খ) প্রাপ্ত পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প পরিদর্শন করে দ্রুত প্রতিবেদন জারি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (গ) যে সকল প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া যায়নি সে সকল প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাকে পত্র এবং উপদেষ্টাকে অনুলিপি দিতে হবে; এবং (ঘ) প্রাপ্ত পিসিআরগুলির তথ্য e-PMIS এ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান/ মহাপরিচালক (সকল)/যুগ্মসচিব সমন্বয়/সহকারী প্রোগ্রামার (সমন্বয়)

ক্রম	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা/সেক্টর
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	রয়েছে ৫১টি) পিসিআর প্রাপ্তি এবং পরিদর্শন নিশ্চিত করে প্রতিবেদন এবং মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ দ্রুত সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টরে প্রেরণ নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।		
০৫।	**চলমান প্রকল্প পরিদর্শন:** **আলোচনাঃ** ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্প পরিদর্শনের নিমিত্ত এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৪৯৭টি। মার্চ ২০২৫ মাস পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ৩৭৩টি, যার বিপরীতে পরিদর্শন করা হয়েছে ৫২৯টি। প্রতিবেদন জারি করা হয়েছে ৩৮৯টি। এখন পর্যন্ত ১৪০টি প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন জারি বাকী রয়েছে। চলমান প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সামগ্রিকভাবে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন বেশি হয়েছে ১৬টি (৩৮৯-৩৭৩)। সভাপতি আগামী সমন্বয় সভায় সেক্টরভিত্তিক মাসিক পরিদর্শন লক্ষ্যমাত্রা এবং এর বিপরীতে প্রকৃত অর্জন আলাদাভাবে উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	প্রতি মাসে সেক্টরভিত্তিক কর্মকর্তাগণের পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা ও পরিদর্শণ প্রতিবেদন প্রেরণের তালিকা আবশ্যিকভাবে প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টরে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান/ মহাপরিচালক (সকল)।
০৬।	**২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ/মতামতঃ** **আলোচনাঃ** সেক্টরসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত মোট ১৯১টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পাওয়া গেছে; তন্মধ্যে ১৭৬টি প্রকল্প পরিদর্শন করার পর ১৫৯টি প্রকল্পের মতামত প্রদান করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৫টি মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিদর্শন সম্পন্ন হয়নি। সামগ্রিকভাবে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পেন্ডিং রয়েছে ৩২ (১৫+১৭) টি। সভাপতি ৩২টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বিধি মোতাবেক জরুরিভিত্তিতে নিষ্পত্তি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। পাশাপাশি তিনি গুরত্বপূর্ণ/জটিল প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নির্দেশনা দেন। তাছাড়া তিনি মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যের ফর্ম্যাট সেক্টরভিত্তিক করার পরামর্শ দেন।	(ক) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিপত্রের নির্দেশনা প্রতিপালন সাপেক্ষে মেয়াদবৃদ্ধির প্রস্তাব নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (খ) গুরত্বপূর্ণ/জটিল প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে মহাপরিচালক পর্যায়ে সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে; এবং (গ) তথ্য সংক্রান্ত ছক সেক্টর ভিত্তিক করতে হবে যাতে সহজেই বোঝা যায়।	প্রধান/ মহাপরিচালক (সকল)/যুগ্মসচিব সমন্বয়
০৭।	**চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন:** **আলোচনাঃ** ২০২৪-২৫ অর্থবছরের নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ২য় খসড়া প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর জাতীয় কর্মশালা আয়োজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৫৭টি কর্মশালা সমাপ্ত হয়েছে। সভাপতি নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন সমূহের মানোন্নয়নের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন প্রতিবেদন সমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা, প্রধান প্রধান অঙ্গের পর্যালোচনা, মেয়াদ বৃদ্ধির কারণসমূহ পর্যালোচনা, কাজ অসমাপ্ত থাকার সুনির্দিষ্ট কারণ, অডিট সংক্রান্ত পর্যালোচনা এবং জড়িত অর্থের পরিমাণ, ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা এবং সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে উপস্থাপনের বিষয়ে মত প্রকাশ করেন।	প্রতিবেদন সমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা, প্রধান প্রধান অঙ্গের পর্যালোচনা, মেয়াদ বৃদ্ধির কারণসমূহ পর্যালোচনা, কাজ অসমাপ্ত থাকার সুনির্দিষ্ট কারণ, অডিট সংক্রান্ত পর্যালোচনা এবং জড়িত অর্থের পরিমাণ, ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা এবং সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান/ মহাপরিচালক (সকল)/যুগ্মসচিব (সমন্বয়)

ক্রম	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা/সেক্টর
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০৮।	**প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গবেষণা কার্যক্রম সংক্রান্ত:** **আলোচনাঃ** চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আইএমইডি'র জন্য নির্ধারিত এপিএ-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ০২টি গবেষণা কার্যক্রম সেক্টর ৫ এবং সেক্টর ৬ কর্তৃক সম্পাদিত হচ্ছে। সেক্টর-৫ এর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, "১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন" শীর্ষক বিষয়ে গবেষণা কাজের জন্য জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রশ্নপত্র প্রণয়নের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। সেক্টর-৬ এর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, "প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার (এনরোলমেন্ট রেট) বৃদ্ধিতে পিইডিপি ৪ প্রকল্পের ভূমিকা" শীর্ষক বিষয়ে গবেষণা কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। ০২টি সাইট পরিদর্শন করা হয়েছে এবং এফজিডি সম্পন্ন করা হয়েছে। খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সভাপতি গবেষণা কার্যক্রম দু'টি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি এ বিষয় সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালকদের সঙ্গে আলাদাভাবে সভা করে পর্যালোচনা করার পরামর্শ দেন।	(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গবেষণা কার্যক্রম দু'টি সম্পন্ন করতে হবে; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালকদের সঙ্গে আলাদাভাবে সভা করে পর্যালোচনা নির্ধারণ করতে হবে।	মহাপরিচালক সেক্টর-৫,৬/এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/উপসচিব (প্রশাসন-২)
০৯।	**e-PMIS সংক্রান্ত:** **আলোচনাঃ** সভায় জানানো হয়, ই-পিএমআইএস সিস্টেমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্প সংখ্যা ১৪৫৪টি (জিওবি ১৩৬১টি, নিজস্ব অর্থায়ন ৯৩টি) তন্মেধ্যে e-PMIS এ ১৩৩৯ জন প্রকল্প পরিচালকের তথ্য নিবন্ধন করা হয়েছে। ২২ এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত ৪০২ জন প্রকল্প পরিচালক e-PMIS এ মাসিক অগ্রগতির তথ্য হালনাগাদ করেছেন। যা মোট প্রকল্পের ২৯%। প্রতি মাসে ২/১ টি মন্ত্রণালয়কে টার্গেট করে প্রকল্পগুলি e-PMIS এ অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সভাপতি মত দেন।	(ক) ই-পিএমআইএস এ প্রকল্প নিবন্ধনের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আইএমইডি'র ০৫ ফরমেটে অনলাইনে তথ্য এন্ট্রির করার বিষয়ে আইএমইডি'র সকল সেক্টর প্রধানকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় পত্র প্রেরণ করতে হবে; (খ) সকল সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়ের শতভাগ প্রকল্প e-PMIS এর মাধ্যমে মাসিক তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করবে; এবং (গ) এই বিষয়ে সমন্বয় সেক্টরের আইটি শাখা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।	প্রধান/ মহাপরিচালক (সকল)/যুগ্মসচিব (সমন্বয়)
১০।	**ডি-ফাইলিং সংক্রান্ত:** **আলোচনাঃ** মার্চ ২০২৫ মাসে ডি-নথির মাধ্যমে নোট নিষ্পত্তি হয়েছে ৩৪৬টি এবং পত্র জারি হয়েছে ১৯টি। এছাড়া হার্ড নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ৯৭টি নথি। সভাপতি আইএমইডি'তে বিভিন্ন দপ্তর সংস্থা হতে প্রাপ্ত ডাক, সভার নোটিশ ম্যানুয়াল নথিতে উপস্থাপনের পূর্বে ডি-নথিতে উপস্থাপনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। আগামী সভা হতে সেক্টরভিত্তিক হার্ড নথি এবং ডি-নথির তালিকা উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) আইএমইডি'তে বিভিন্ন দপ্তর সংস্থা হতে প্রাপ্ত ডাক, সভার নোটিশ ম্যানুয়াল নথিতে উপস্থাপনের পূর্বে ডি-নথিতে উপস্থাপন করতে হবে; এবং (খ) আগামী সভা হতে সেক্টরভিত্তিক হার্ড নথি এবং ডি-নথির তালিকা উপস্থাপন করতে হবে।	সকল কর্মকর্তা।

ক্রম	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা/সেক্টর
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১১।	**প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে ড্রোন ব্যবহার সংক্রান্ত:** **আলোচনাঃ** প্রতি সেক্টর থেকে কমপক্ষে ০১টি প্রকল্প ড্রোনের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করতে হবে। পরিদর্শন কাজে ড্রোন ব্যবহারের জন্য ড্রোন প্রশিক্ষণের বিষয়ে প্রশাসন শাখাকে আগামী মে, ২০২৫ এর মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	পরিদর্শন কাজে ড্রোন ব্যবহার বৃদ্ধির নিমিত্ত ড্রোন প্রশিক্ষণের বিষয়ে প্রশাসন শাখা মে, ২০২৫ এর মধ্যে প্রশিক্ষণ দেয়ার কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/প্রধান/ মহাপরিচালক (সকল)
১২।	**প্রকল্প পরিবীক্ষণে মনিটরিং গাড়ির ব্যবহার সংক্রান্ত:** **আলোচনাঃ** প্রকল্প পরিবীক্ষণে আইএমইডি'র গাড়ী ব্যবহারকারীদের তথ্য সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় মার্চ, ২০২৫ এ মোট ৪০ জন কর্মকর্তা গাড়ী ব্যবহার করেছেন। সভাপতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্প পরিবীক্ষণে গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধিবিধান অনুসরণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। গাড়ী ব্যবহার/বরাদ্দ যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা এবং সঠিকভাবে বিল উপস্থাপন করা হচ্ছে কিনা তা প্রকল্প পরিচালককে যাচাই-বাছাই করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া গাড়ির বিল সচিব মহোদয়ের নিকট উপস্থাপনের পূর্বে প্রকল্প পরিচালক বিল প্রত্যয়ন করবেন এতে মনিটরিং এর কাজে সুবিধা হবে।	(ক) গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সকল বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে; এবং (খ) গাড়ী ব্যবহার/বরাদ্দ যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা এবং সঠিকভাবে বিল উপস্থাপন করা হচ্ছে কিনা তা প্রকল্প পরিচালককে যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান/ মহাপরিচালক (সকল) ও প্রকল্প পরিচালক, CEEPRM & ESI, প্রকল্প।
১৩।	**ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা:** **আলোচনাঃ** ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫ বাস্তবায়ন এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয় যে, এ উদ্ভাবন কাজের জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সভাপতি এ অর্থ যথাযথ ব্যবহার করার জন্য তার সঙ্গে আলোচনা করে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পরামর্শ দেন।	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কোনো উদ্ভাবনী থাকলে তা সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	ইনোভেশন টিম।
১৪।	**অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত:** **আলোচনাঃ** সভাকে জানানো হয় যে, আইএমইডি'র ওয়েবসাইটে মার্চ, ২০২৫ মাসে ০২টি অভিযোগ পাওয়া গেছে যা নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সভাপতি কেবিনেটের সার্কুলার অনুসারে অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে পরামর্শ দেন।	অভিযোগ বক্সে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	GRS ফোকালপয়েন্ট কর্মকর্তা।
১৫।	**সরকারি কর্মচারী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি-GEMS বাস্তবায়ন সংক্রান্ত:** **আলোচনাঃ** যে সকল কর্মকর্তা অদ্যাবধি GEMS এর তথ্য হালনাগাদ করেননি (রঙিন ছবি আপলোডসহ) তার তালিকা আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা দেন।	(ক) সরকারি কর্মচারী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি-GEMS বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ বিভাগের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের প্রশিক্ষণসহ যাবতীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে; (খ) যে সকল কর্মকর্তা অদ্যাবধি GEMS এর তথ্য (রঙিন ছবি আপলোড) হালনাগাদ করেননি তার তালিকা আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), GEMS এর আওতাভুক্ত সকল কর্মকর্তা।
১৬।	**আইএমইডি'র অধিদপ্তর গঠন ও জনবল কাঠামো সংক্রান্ত:** **আলোচনাঃ** আইএমইডি'র অধিদপ্তর গঠন, জনবল কাঠামো ও পদোন্নতি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আইএমইডি'র অধিদপ্তর গঠন, জনবল কাঠামো বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬২২টি নতুন পদ সৃজন সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা গত ১৭/০৩/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হলেও	(ক) আইএমইডি'র অধিদপ্তর ও জনবল কাঠামো বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যাদি প্রতি মাসে সভায় উপস্থাপন করতে হবে; এবং	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

ক্রম	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা/সেক্টর
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। আগামী ২৪/০৪/২০২৫ তারিখে এ সংক্রান্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। সভাপতি সৃষ্ট পদের আলোকে অর্গানোগ্রাম সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন।	(খ) আগামী ২৪/০৪/২০২৫ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় জনবল কাঠামো বৃদ্ধি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যসহ উপস্থিত থাকতে হবে।	
১৭।	**উচ্চ আদালতে সরকারি স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মামলাঃ** **আলোচনাঃ** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০২/১২/২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ মাসিক সমন্বয় সভায় উচ্চ আদালতে চলমান সরকারি স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের চলমান মামলা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এখন পর্যন্ত ০৪টি মামলা উচ্চ আদালতে চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে রিট পিটিশন নাম্বার ৯৫৬৮/২০২০ মামলাটি জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত এবং ১১৪৬৬/২০১৫, ৪২৫৯/২০১৬, ১২০২৩/২০১৬ মামলা ০৩টি সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত। গত ১৪/০৩/২০২৪ তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ ৯৫৬৮/২০২০ নং রিট মামলার চূড়ান্ত রায় প্রদান করে। সেপ্রেক্ষিতে গত ২৫/০৩/২০২৫ তারিখের ২১.০০.০০০০.০০৯.৯৯.০১৪.২১-১৯২ নং স্মারক মোতাবেক উক্ত রায়ের আলোকে সরকার পক্ষে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিজ্ঞ সলিসিটর, আইন ও বিচার বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। সভাপতি সরকারি স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহের গুরুত্ব বিবেচনায় যথাযথ দক্ষতার সাথে পরিচালনা করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	আইএমইডি'র আওতায় উচ্চ আদালতে চলমান ০৪টি মামলা বিধি মোতাবেক দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
১৮।	**অন্যান্য/বিবিধঃ** (ক) সভায় আইএমইডি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত উপস্থিতি এবং সময়ানুবর্তিতার বিষয়টি নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। (খ) সভাপতি আইএমইডি'র ক্যাম্পাস দৃষ্টি নন্দন করার জন্য আমাগী ১৫ দিনের মধ্যে ০৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করে আইএমইডি'র অঙ্গনের সৌন্দর্য বর্ধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) আইএমইডি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত উপস্থিতি এবং সময়ানুবর্তিতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে; এবং (খ) আইএমইডি'র ক্যাম্পাস দৃষ্টি নন্দন করার জন্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ০৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করে আইএমইডি'র অঙ্গনের সৌন্দর্য বর্ধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ প্রধান/ মহাপরিচালক (সকল)

০২। আর কোন আলোচ্য সূচি না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ কামাল উদ্দিন)
সচিব
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।